



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1082 - 1087

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দ্বান্দ্বিক দর্পণে হাঁদা-ভোঁদা

অনিমেষ কুমার মাহাত

গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: animeshkumarmahato@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

প্রতিযোগিতা, তালিম,
প্র্যাকটিস,
তুচ্ছাতিতুচ্ছ,
কালিমালিঙ্গ,
ভ্রমোকাণ্ডি, কানামাছি,
দ্বান্দ্বিক, মানিকজোড়,
বেকারি।

Abstract

সাহিত্যে দ্বন্দ্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বন্দ্বের ভূমিকায় কোনো রচনা পরিণত শিল্পসত্তায় উত্তীর্ণ হয়। দ্বন্দ্বের রূপ প্রধানত দু'রকমের - বাহ্যিক ও আন্তরিক। বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ঘটনা অবলম্বী, আন্তরিক দ্বন্দ্ব মানসিক সত্তার। প্রাপ্তবয়স্ক রচনার দ্বন্দ্ব বাহ্যিক, অপ্রাপ্ত বয়সের রচনার দ্বন্দ্ব মানসিক। শিশু-কিশোর ভাবনামূলক রচনায় প্রধানত দ্বান্দ্বিক পটভূমি রচনায় সাধারণত বাহ্যিক ঘটনাশ্রয়ী দ্বন্দ্বকেই উপস্থাপিত করেন রচনাকার। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কমিক্স রচয়িতা নারায়ণ দেবনাথ তাঁর কমিক্স-এ দ্বান্দ্বিক পরিবেশ ও পটভূমি নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক পটভূমি রচনায় প্রধানত তিনি বাহ্যিক দ্বন্দ্বকেই অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন কাহিনির দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মাণে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃজনশীলতার অধিকারী নারায়ণ দেবনাথ। একদিকে স্রষ্টা আর অন্যদিকে শিল্পীর যুগপৎ সংমিশ্রণে বাংলা কমিক্সের তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। নারায়ণ দেবনাথ যেসব কমিক্স সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, নস্টে-ফস্টে প্রভৃতি। নারায়ণ দেবনাথের হাঁদা-ভোঁদা কমিক্সের দুই স্মরণীয় চরিত্র হাঁদা ও ভোঁদা। এই দুই চরিত্রের আচার-আচরণ সবসময় সরলরৈখিক নয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঘনিষ্ঠ এসেছে নানা দ্বন্দ্বের পটভূমি। সেই দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলিকে আরো সজীব ও জীবন্ত করে তুলেছে। এই দ্বন্দ্বের জন্যই হাঁদা-ভোঁদা চরিত্র দুটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি কোন রচনা শুধু সরলরৈখিক হয় এবং বিনা সংকট সমস্যায় এগিয়ে চলে তবে সেই রচনা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে না। যে কোন রচনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার দ্বান্দ্বিকতার উপর, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির ওপর। আমরাও দেখতে পাই নারায়ণ দেবনাথ এই দুই চরিত্রকে নিয়ে দ্বান্দ্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন। দ্বান্দ্বিক দর্পণে এই দুটি মুখকে আমরা আরো অভিনব রূপে দেখতে পাই। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে আমরা দেখি কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী দুই চরিত্র যদি না থাকত তাহলে নগেন্দ্রের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি হত না, নাটকীয়তা থাকত না। 'চোখের বালি' উপন্যাসের ঘটনাও অনুরূপ। যে কোনো সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব যদি না থাকে তাহলে সেই সৃষ্টি উন্নতমানের হয় না। কিশোর রচনাগুলোতে দ্বন্দ্ব থাকলে সাধারণত তা অনেকটা কম। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথ দ্বন্দ্বের পটভূমি নির্মাণ করে তিনি এই সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে নিয়ে গেছেন।

হাঁদা-ভোঁদা কমিক্সের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাঁদা। হাঁদা চরিত্রটি চালাক-চতুর এবং অবশ্যই ভোঁদা চরিত্রের বিপরীত। নারায়ণ দেবনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি চিত্র রচনা করে যে চিত্রগল্প রচনা করেছেন সেগুলির সমষ্টি যোগফলে চরিত্র দুটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পাওয়া যায়। হাঁদা চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক তাঁর গতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই গতিশীল মানসিকতা নাটকীয় আবেশ রচনা করেছে। হাঁদা ও ভোঁদা শিশু-কিশোর চরিত্র। হাঁদার আচার-আচরণ শৈশবোচিত দুষ্টমির ভাবে যেমন ভরা, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে এক খলনায়কের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। হাঁদা চরিত্রের পূর্ণতা ভোঁদাকে নিয়ে। ভোঁদার প্রতি তার ব্যবহার, আচার-আচরণেই তাকে চেনা যায়, তার চরিত্রের গতিপ্রকৃতির ঠিকানা অনুসন্ধান করা যায়। হাঁদা-ভোঁদার দ্বন্দ্বিক দর্পণে চরিত্র দুটিকে আমরা চিনে নিতে পারি।

‘শিরজ্ঞাপ’ গল্পে দেখি ভোঁদা নিজের মাথায় শিরজ্ঞাপ রেখে হাঁদাকে তার প্রশংসা করতে বলে। হাঁদা সেই শিরজ্ঞাপে আঘাত করে ফলে সেই শিরজ্ঞাপ ভোঁদার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ভোঁদা কিছু দেখতে না পেয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। শেষপর্যন্ত এই প্রাচীন দুর্মূল্য শিরজ্ঞাপ খুঁজে পাওয়ায় মালিক ভোঁদাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাওয়ায় এবং হাঁদা তা দেখে আফশোস করতে থাকে। হাঁদা ও ভোঁদার মধ্যে কে ভালো বাজনা বাজাতে পারে তাতেও একটা দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। ভোঁদা যখন ট্রামপেট বাজিয়ে বাজনার তালিম দিচ্ছিল তখন হাঁদা তার সুরের ধাক্কায় যদি কাঁচ ভেঙে ফেলতে পারবে কি না তার চ্যালেঞ্জ জানায়। হাঁদা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রথমে ভোঁদার জানালার উপর পরীক্ষা করে। তারপর সেখান থেকে বার্থ হয়ে রাস্তার ধারে জানালা ও বাড়ির জানালায় পরীক্ষা করে। তাঁর বিটকেল শব্দের জন্য সে শুনতে পায়নি যে কাঁচ ভাঙছে কি না। তাঁর বাজনার বিটকেল শব্দের জন্য সে শুনতে পায়নি যে কাঁচ ভেঙেছে কি না। শেষে রেগে গিয়ে সেই ট্রামপেট ভোঁদার উপর ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে পিসেমশাইয়ের জানালার কাঁচ ভেঙে গেছে। তার ফলে পিসেমশাই রেগে গিয়ে বলে -

“যদি ফাঁসিতে ঝুলি সেও ভালো তবু এই বাঁশি দিয়ে আজ তোর খুলি ভাঙবো।”^১

‘বিপ্লবের সংকেত’ গল্পে দেখি ভোঁদা সিনেমা দেখতে গিয়ে নাবিকদের বিপ্লবের সংকেত পাঠানোর পদ্ধতি শিখে নিয়েছে। সিনেমা দেখে ফেরার সময় হাঁদা ভোঁদাকে বলে -

“এই যে ভোঁদা! আয় তোর গোদা গতরে একটু মুষ্টিযুদ্ধের মহড়া দিয়ে নি।”^২

তখন ভোঁদা বিপ্লবের সংকেত পদ্ধতির এক্সপেরিমেন্ট করে সংকেত পাঠায়। সেই সংকেত দেখে দুজন ভোঁদার বন্ধু এসে হাজির হয়েছে। ফলে ভয়ে সেখান থেকে হাঁদা বিদায় নিয়েছে। ভোঁদাকে সায়েস্তা করতে হাঁদাও সেই বিপ্লবের সংকেত পরীক্ষা করতে গিয়ে চোষক তীর ছুঁড়ে তখন ভোঁদার দুজন বন্ধু এসে হাজির হয়েছে। তাই তীর দিয়ে আঘাত করতে চাইলে পাহারাদারের কপালে সেই তীর পড়ায় বিপ্লবের সংকেত বিপন্ন করে দিয়েছে হাঁদাকে।

হাঁদা ও ভোঁদার মধ্যে অভিনয় নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। স্কুলে চম্বল কুমারের অভিনয়ে অভিনেতা নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতা হয়। ভোঁদা সেই জন্য প্রস্তুতি নেয়। এদিকে হাঁদা তাকে কখনো পিস্তলের বদলে আঙুল দেখিয়ে চকলেট কেড়ে নিয়েছে, কখনো চোখে-মুখে মুখোশ বেঁধে দেয়, পেছন থেকে ধাক্কা দেয়, রিহাসালের সময় বই এর বদলে ভোঁদার হাতে পঞ্জিকা তুলে দিয়েছে। শেষে দেখা যায় ঘোড়ার পোশাকে সজ্জিত হাঁদার পিঠে চড়ে ভোঁদা চম্বল কুমারের অভিনয় করে। তাই ভোঁদার উক্তি -

“আমি চম্বল কুমারের পাঁটটাই করছি আর হাঁদার আমার বাহনের অর্ধেক পাঁট।”^৩

হাঁদা ও ভোঁদার মধ্যে কার বুদ্ধির প্যাঁচে কে কতটা সফল হবে সে নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। ফুটবল মাঠে খেলা দেখতে না পেয়ে ভোঁদা তার বুদ্ধির কৌশলে মাঠে ঢুকতে গিয়ে ঘুষি খেয়েছে এবং বিফল হয়েছে। অন্যদিকে হাঁদা মুখে লাল রঙের টিপ লাগিয়ে মাঠে প্রবেশ করে। বসন্ত গুটি ভেবে তাকে ধরে সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে গাড়ি করে নিয়ে যেতে চায়। যখন তারা জানতে পারে এ বসন্ত নয় লাল টিপ তখন অর্ধেক রাস্তায় গাড়ি থেকে ঠেলা মেরে নীচে ফেলে দিয়েছে। ভোঁদা রসিকতার সঙ্গে হাঁদাকে বলেছে -

“আবার মাঠের দিকে যাবি নাকি রে হাঁদা ?”^৪

ফুটবল খেলায় ছয় গোলে হেরে যাওয়ার পর হাঁদা নিজেদের দলে ভোঁদাদের টিমে রাখতে চায় না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। শেষে বল ভাগ নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বল ভাগ লড়াইয়ে হাঁদা পেয়েছে বলের ফিতে, ভোঁদা ও তার বন্ধুর হাতে চামড়ার খোল ও ব্লাডার। সেই ব্লাডারে জল ভর্তি করে ভোঁদা যখন কাউকে ভেজাতে চায় তখন হাঁদা গুলতি মেরে সেই ব্লাডার ফাটিয়ে দিয়েছে ফলে সেই জলে ভোঁদা নিজে ভিজে গেছে। হাঁদা বল ভাগের লড়াইয়ে পাওয়া ফিতেটা ভোঁদাকে দান করে দিয়েছে।

হাঁদা ও ভোঁদা কখনো যেমন একসঙ্গে স্কুল থেকে পালানোর ব্যবস্থা করেছে, ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। তেমনি দুজনের মধ্যে শত্রুতাও দেখা গেছে বার বার। কর্ণেল গোবরার কথামতো ভোঁদা চোঙা নিয়ে হাঁদাকে অনুসরণ করেছে। ভোঁদাকে যখন শত্রুপক্ষে যোগ দিতে দেখে তখন হাঁদা বলেছে –

“ভোঁদা! তুই ও শেষে দলত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিস।”^৫

হাঁদা এক ব্যাগ ভূষো কালি দিয়ে মজা করার জন্য শুভ্রশীল নামটা বদলে দিতে চেয়েছিল। এদিকে ভোঁদাকে জন্ম করার জন্য সুযোগ বুঝে সেই কালি ভোঁদার গায়ের দিকে ছুঁড়ে দেয় কিন্তু সেই কালি ভোঁদার বদলে কর্ণেল গোবরাকে কালিমালিঙ্গ করেছে। তাই রেগে কর্ণেল গোবরা হাঁদাকে তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে।

দু’জনের খেলার দ্বন্দ্ব কেউ সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। ভোঁদা যখন খেলনা ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরীর খেলা খেলছিল তখন সেই ইঁট হাঁদা কেড়ে নিয়েছে। আবার হাঁদা যখন ইঁট দিয়ে সিঁড়ির মতো বানিয়ে উপরে রাখা পুডিং নিতে চেয়েছে তখন ভোঁদা বল নিয়ে সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে নিশানা লাগার নাম করে সেই সিঁড়ি ভেঙে দিয়েছে এবং হাঁদা মাটিতে পড়ে গেছে। এইভাবে একে অপরকে বিপদে ফেলার লড়াই বার বার তাদের মধ্যে দেখা যায়।

দু’জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। এতে দুজনেরই হিতে বিপরীত ফল ভোগ করেছে। ‘তজ্জাকাহিনী’ গল্পে দেখি পিসেমশাই এর অর্ডার করা তজ্জা আনতে যায় ভোঁদা। ভোঁদাকে অবাক করে দেবার চেষ্টা করে হাঁদা। কিন্তু পিসেমশাই এর তজ্জা দিয়ে ভোঁদা কখনো হাঁদার পেটে খোঁচা দিয়েছে, মাথায় আঘাত করেছে, আবার কখনো চোয়ালে আঘাত লেগেছে। তবু হাঁদা হাল ছাড়েনি –

“এভাবে আমাকে তজ্জা গুঁতোনোর পর? তোকে ধরে আরেকটা তজ্জা বানিয়ে তবে ছাড়বো!”^৬

মাস্টারমশাই যখন তাদেরকে সকালে পড়তে যেতে বলেছেন কিন্তু ভোঁদার ক্লান্তি কিছুতেই কাটতে চায় না। হাঁদা তার ক্লান্তি দূর করতে কখনো পেছন থেকে ঠেলে দিয়েছে, পায়ে আঘাত করেছে আবার কখনো লেঙ্গি মেরে চাঙ্গা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যাতে ভোঁদার ক্লান্তি দূর হয়। শেষমেষ ভোঁদার গায়ের ওপর গরম চা ঢেলে দিয়ে বলেছে আধ জাগা অবস্থায় পড়তে যেতে নেই। ভোঁদাও শায়স্তা করার জন্য রাস্তার মাঝে হাঁদার পায়ের কাছে কাঁটা দেওয়া লাঠি রেখে দিয়ে বলেছে–

“সামনে আলোর খাম্বা আর পেছনে ডাঙা একসঙ্গে দুয়ের গুঁতোয় বেচারা ঠাঙা মেরে গেছে।”^৭

শেষপর্যন্ত হাঁদাকে আধ জাগা অবস্থায় দেখা গেছে। হাঁদা যে দাওয়াই ভোঁদার উপর প্রয়োগ করতে চেয়েছিল তা ভোঁদা হাঁদার উপর প্রয়োগ করেছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা গল্পে দেখি ভোঁদাকে ডাক্তারের ভূমিকায়। ভোঁদা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাগ নিয়ে মজা করতে চায়। হাঁদা তাকে একজন রোগী দেবার নাম করে ভোঁদার পিঠে শক্ত এক ঘা মারতে গিয়ে হাঁদার হাত প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগে। তারপর ভোঁদা প্রাথমিক চিকিৎসার বই পড়ে তার করণীয় ব্যবস্থা করে। ভোঁদা কিল মেরে হাঁদার দাঁতের খিল খুলে দিয়েছে এবং শেষমেষ আসল ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য। রেগে গিয়ে হাঁদার উক্তি –

“গরর! আমি ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টস অপছন্দ করি, কিন্তু সব থেকে বেশী অপছন্দ করি হতচ্ছাড়া ভোঁদাটাকে!”^৮

বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের সন্মানে যে বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল সেখানে ভোঁদা ও হাঁদা যোগ দেয়। ড্রিবলিং প্র্যাকটিস করার সময় হাঁদা তাকে বাধা দেয় এবং তার জামা কাপড় ভিজিয়ে দেয়। শেষে ভোঁদাকে এদিকে ভোঁদাকে এক জায়গায় পড়ে থাকা বল মেরে কতদূর পাঠাতে পারবে তার চ্যালেঞ্জ জানায়। ভোঁদা রেগে গিয়ে বলে –

“এটাকে আমি ঠিকই লাথাবো – তবে ঠিক হাঁদার মুখে!”^{১৮}

এখানে ভোঁদাকে বিপদে পড়তে বাধ্য করেছে। বল মারতে গিয়ে ভোঁদা আঘাত পায়। হাঁদার সেখানে আনন্দ হয় যে সে বর্ষসেরা ফুটবলার হতে পারবে না। শেষে দেখা যায় বর্ষসেরা জোরালো বল কিক প্রতিযোগিতায় হাঁদার উপর প্রয়োগ করে ভোঁদা বর্ষসেরা প্লেয়ার হয়েছে।

বক্সিং লড়াই দেখার জন্য ভোঁদা কতকগুলি ধুলো ভর্তি খালি বোতল পরিষ্কার করে বিক্রি করবে বলে। এদিকে হাঁদা তা দেখে তাকে জন্ম করে, সমস্ত বোতল কেড়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে টিকিট কিনে এনেছে বক্সিং লড়াই দেখার জন্য। ভোঁদা গাছের উপর থেকে রশি দিয়ে সেই টিকিট কেড়ে নিয়েছে এবং ভোঁদার আঘাতে হাঁদাকে বেহুঁশ হতে হয়। চূর্ণ অভিযান, কাঠ কাহিনী প্রতিটি গল্পেই দেখি দুজনের প্রতিযোগিতা। কমিকস ছিনতাই গল্পে দেখি ভোঁদা যখন একমনে নিরিবিলি জায়গায় বসে বই পড়ছে তখন হাঁদা সেই বই কেড়ে নিয়ে কাঁটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভোঁদা সেখান থেকে অনেক কষ্টে বার করে আবার পড়তে শুরু করেছে। হাঁদা আবার ছিনিয়ে নিয়েছে তখন ভোঁদা বলেছে –

“শীগগির ওটা আমার হাতে দে, হাঁদা! নইলে তোকে পিটিয়ে কাদা করে ফেলবো।”^{১৯}

সেই কমিকস হাঁদা পাইপ মেরামত করার গর্তে ফেলে দিয়েছে। এদিকে ভোঁদা সেখান থেকেও কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। ভোঁদা যখন বই পড়ছে তখন আবার ছিনতাই করে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এই বইটি কেঁদোদার ছিল। ফলে কেঁদো দা হাঁদাকে উত্তম মধ্যম ঘা মেরেছে। হাঁদাকে মারতে দেখে ভোঁদা বলেছে – বই পড়ে মজা পাওয়ার চেয়ে দেখে মজা পাওয়া অনেক বেশী মজার।

দু’জনের মধ্যে যে শুধু ভোঁদায় ফাঁদে পড়েছে তা নয় হাঁদাকেও ফাঁদে পড়তে হয়েছে। ভোঁদা যখন গাছের নীচে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্রাম করছিল তখন হাঁদা বিরাট জয়ঢাক বাজিয়ে তার শান্তি ক্ষান্তি করে দিয়েছে। ঢাকের কাঠি ঢাকের বদলে ভোঁদার মাথায় বেজেছে। তখন ভোঁদা ঢাকের কাঠি নিয়ে পালিয়ে সেই কাঠিতে পেরেক লাগিয়ে দিয়েছে। হাঁদা যখন ঢাক পিটিয়ে ভোঁদার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চায় তখন সেই ঢাকের বারোটা বেজেছে। এদিকে রেগে নিয়ে হাঁদা ভোঁদার পিছু নিয়েছে –

“এই মুঠো যখন তোকে ধরবে তখন তোকে ঠুঁটো করে ছেড়ে দেব!”^{২০}

এদিকে ভোঁদা লেমনোড দিয়ে ফাঁদ পেতেছে হাঁদার জন্য। হাঁদা সেই ফাঁদে পড়ে এবং তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তেলের ডাব্বার ভেতরে ঢুকিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

ভোঁদাকে স্কুলে কেক নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের কাছে মার খাইয়েছে হাঁদা। পায়ের খেতে গিয়ে এবং মোটর রোল চুরি করতে গিয়ে ভোঁদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। যখন বেকারি থেকে ঝোল গুড় ভর্তি বেলুন নিয়ে পালাবার ভান করে তখন হাঁদা বেকারির মালিককে পিঠে নিয়ে পালাচ্ছে বলে তার পেছনে লাগিয়ে দেয়। শেষে সেই ঝোল গুড় বেকারির মালিকের সারা গায়ে লেগে যায়। রসিকতা করার জন্য বেকারির মালিক হাঁদার পিছু নিয়েছে সেই সুযোগে ভোঁদা বেকারিতে সদ্য তৈরি টাটকা বান নিয়ে পালিয়েছে।

ফুটবল মাঠে হাঁদা এবং ভোঁদা দু’জনেই বারোটা করে গোল করেছে। হাঁদা বুদ্ধি করে নিজে তেরো নম্বর গোল দেবে বলে মইয়ের নীচে যাওয়া নিষেধ, কালো বেড়াল ও তেরো নম্বর অশুভ এইসব কথা বলেছে। এদিকে গোল দেওয়ার সময় ভোঁদাকে বলেছে তেরো নম্বর অপয়া। তাই সেই বল দিয়ে হাঁদা গোল করে। সেই বলের আঘাতে হাঁদার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সেদিনের ম্যাচে ভোঁদা আরো তিন গোল স্কোর করে বলেছে –

“এই যে হাঁদা! আজ আমি তিন গোলের স্কোর করেছি। অপয়া তেরো গোল থেকে সাবধান করার জন্য তোকে ধন্যবাদ, হাঁদা।”^{২২}

ক্রিকেট লড়াই গল্পে দেখি হাঁদা পাঁচ টাকার বিনিময়ে ভোঁদাদের দলের ক্রিকেট খেলা বন্ধ করে দিয়েছে। বল আটকে দিয়েছে, উইকেট ভেঙে দিয়েছে, ব্যাট ভেঙে দিয়েছে। ভোঁদা যখন জানতে পারে সেও বুদ্ধি করে আবার ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে বিরোধী দলের জন্য। হাঁদা সেগুলি নদীতে ফেলে দিয়েছে। ফলে বিরোধী দল হাঁদাকে উত্তম মধ্যম মার এবং যে পাঁচ টাকা দিয়েছিল তা কেড়ে নেবে। এদিকে ভোঁদা নদী থেকে তুলে এনে আবার খেলা শুরু করেছে।

হাঁদা তার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। ভোঁদা যখন ব্যাগের মধ্যে ক্যাকটাস নিয়ে যাচ্ছিল হাঁদা সেই ব্যাগের মধ্যে কি আছে তা জানতে ক্যাকটাসের মধ্যে হাত পড়ে। শেষে হাঁদা সেই ক্যাকটাস দিয়ে ভোঁদাকে বিপর্যস্ত করেছে। ভোঁদা দড়ি দিয়ে বাঁধানো বালতিটা খুলে দিয়েছে সেই বালতি হাঁদার মাথায় ঢুকে গেছে। কানামাছি খেলার মধ্য দিয়ে যাকে ধরতে পারবে সে তার মাথার বালতি খুলে দেবে। বচা ও ভোঁদা বুদ্ধি করে যাঁড় রাখা ঘরের দিকে তাকে নিয়ে গেছে। সেই যাঁড়কে ধরতে পারলেই হাঁদার যে কি ফল হবে তা ভেবে ভোঁদা আনন্দিত হয় এবং মনে মনে বলে ভোঁদার পেছনে লাগার ফল কি তা হাঁদা বুঝতে পারবে।

পেটুক সমিতি (১৯৯৯) পরিচালিত মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় হাঁদা ও ভোঁদা যোগ দিয়েছে। হাঁদা ফাইনালে তুড়ি মেরে আউট করতে চায় ভোঁদাকে। হাঁদা মাটি দিয়ে তৈরী নকল মিষ্টি বানিয়ে নিয়ে গেছে। নকল মিষ্টি ধরা পড়ায় সেই মিষ্টি খেতে হয়েছে হাঁদাকে। আসল মিষ্টি খেতে পায়নি হাঁদা। এই প্রতিযোগিতায় ভোঁদা প্রথম হয়েছে।

বক্সিং প্রতিযোগিতাতে হাঁদা ভোঁদাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বচার কথামতো এ বছর ভোঁদা বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামতে চাই। হাঁদা ভোঁদাকে নক আউট করতে চাই। প্র্যাকটিস করার সময় হাঁদা বলের কিক মারতে গিয়ে সেই বল পোস্টম্যানের কানে লেগে যায়। প্রথমবার বাম কানে এবং দ্বিতীয়বার ডান কানে লেগে যায়। গেম টিচারও পুরস্কারের লোভে ভালো তালিম দিয়েছে হাঁদাকে। কিন্তু রেফারি হয়ে এসেছে সেই ডাকপিওন। তাই দু-বার কানে মারার ভয়ে হাঁদা প্রতিযোগিতা থেকে পালিয়েছে। শেষে ভোঁদার জয় হয়েছে। আবার দু’জনের মধ্যে কে দলের দলপতি হবে তা নিয়ে লড়াই দেখা যায় এবং চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ভোঁদা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। সবশেষে ভোঁদাকেই দলপতি ঠিক করা হয়েছে এবং হাঁদাকে গাধার টুপি পরাতে বলেছে।

হাঁদা ও ভোঁদা এই দুটি শব্দ উচ্চারণে মনে হয় এরা মানিকজোড়। কিন্তু এই মানিক জোড় ভাবনা দুই নামের উচ্চারণে এবং ভাবনার মধ্যে যতটা পাচ্ছি চরিত্রগুলিকে যখন আলোচনা করছি, কাহিনির সাথে পদচারণা করছি তখন দেখছি বিপরীত ধারণা। বার বার তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। দু-জনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেখানে একে অপরকে হারানোর চেষ্টা, একজন আর একজনকে ছোট করতে চাইছে, সংকটে ফেলে দিচ্ছে, কখনো ঈর্ষার শিকার হচ্ছে। আলোচনার সামগ্রিক বিচারে বলা যায় তাদের মধ্যে যে রেযারেষি তাতে হাঁদা সব সময় ভোঁদাকে বিপর্যস্ত করেছে। হাঁদা চতুর প্রকৃতির হলেও পরিশেষে জয়ের হাসি সে পায় না, ভোঁদার ভাগ্যপটেই বিজয়ী হাসি ফুটে উঠেছে। হাঁদা ভোঁদার প্রতিযোগিতার সরস কাহিনি উপস্থাপনে নারায়ণ দেবনাথের সজীব, প্রাণবন্ত লেখকসত্তার উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করা যায়। নারায়ণ দেবনাথ এই দুটি চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কমিক্স রচনাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের অনাবিল শৈশবের দিনগুলিকে নতুন করে ফিরে পাই হাঁদা-ভোঁদার দ্বন্দ্বিক পটভূমিকার দর্পণে।

Reference:

১. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদা-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১০
২. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদা-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১১

৩. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১৪
৪. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১৮
৫. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ২৮
৬. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১০২
৭. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১০৪
৮. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১০৬
৯. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১০৮
১০. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১২১
১১. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১৩০
১২. দেবনাথ, নারায়ণ, হাঁদ-ভোঁদা সমগ্র, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১৬০